সংবাদ

তারিখ 14 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

তিন মাসেও কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি নতুন সাত বিশ্ববিদ্যালয়

● স্বল্প পরিসরে কার্যক্রম চালাচ্ছে আটটি

রাকিব উদ্দিন

গত ১৮ নভেম্বর অনুমোদন পাওয়া সাতটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিও এখন পর্যন্ত একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি। এর মধ্যেই বুধবার চট্টগ্রামে ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তিন মাসেও সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যও নিয়োগ পায়নি। আরও কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য সেগুলোর প্রস্তাবনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এদিকে গত বছরের ১৩ মার্চে অনুমোদন পাওয়া আটটি বিশ্ববিদ্যালয় কোনক্রমে উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে স্বল্প পরিসরে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে। কিন্তু পর্যাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারী ও অবকাঠামো সুবিধা না পাওয়ায় এসব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী টানতে পারছে না বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এরপর গত অক্টোবরে 'এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' নামে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৮ নভেম্বর আরও সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে গত এক বছরেই ১৭টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফসারুল আমিন, সরকারি কর্ম কমিশনের সাবেক এক চেয়ারম্যানসহ কমপক্ষে সাতজন প্রভাবশালী ব্যক্তির ডিও লেটারের ভিত্তিতে 'চট্টগ্রাম ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির (এপিইউবি) ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাসেম হায়দার 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির নামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজার খুলে দিচ্ছে সরকার। অথচ পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অপকর্ম, অনিয়ম ও দুর্নীতি দমনের কোন উদ্যোগ নেই। মান নিশ্চিতে নেই কোন তদারকি।' তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'একটি বিভাগ খুলতে হলে একজন প্রফেসর অবশ্যই থাকতে হয়। কিন্তু ৭৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ, এমবিএ ও ইংরেজি বিভাগেও ৭৩ জন প্রফেসরও পাওয়া যাবে না। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়ে মান রক্ষা করা যাবে না। বাড়বে সনদ বাণিজ্য।'

তিন মাসেও কার্যক্রম শুরু হয়নি সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের

গত ১৮ নভেম্বর একসঙ্গে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয় সরকার। এরমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সোনারগাঁ ইউনিভার্সিটি, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. একে আজাদের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি

সাত : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

সাত বিশ্ববিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

অফ হেলথ সাইন্সেস, খুলনার সিটি করপোরেশনের মেয়র তালুকদার আবদুল খালেকের নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক এপিএস আলাউদ্দিন নাসিমের ফেনী ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শামীমের পোর্টসিটি ইউনিভার্সিটি, সিরাজগঞ্জে খাজা ইউনুস আলী ইউনিভার্সিটি ও কুমিল্লায় ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটি অন্যতম। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এই সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিষয়ে এখনও কোন পরিদর্শন প্রতিবেদন দিতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। কারণ এগুলো এখন পর্যন্ত উপাচার্যই নিয়োগ দেয়নি।

কোনক্রমে কার্যক্রম শুরু আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে

গত বছরের ১৩ মার্চ একসঙ্গে আটটি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয় সরকার। কোনক্রমে উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে এসব বিদ্যালয়ে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তবে অনুমোদনের শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না বলে ইউজিসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এই আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকায় বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ইউরোপীয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, রাজশাহীতে বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটি, চুয়াডাঙ্গায় ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি। এছাড়া অন্য জেলায় ঈশা খাঁ ইউনিভার্সিটি, হামদর্দ ইউনিভার্সিটি, জেডএইচ সিকদার ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি।

ইউজিসির কর্মকর্তারা জানায়, যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ফ্যাকাল্টি (অনুষদ) চালু করতে হলে ওই অনুষদে কমপক্ষে একজন প্রফেসর থাকতে হয়। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এ এই বিধান অনুসরণ করা হচ্ছে না। মালিকরা কোনভাবে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েই ফ্যাকাল্টি খোলার অনুমোদন পাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৯২ সালে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। নতুন ১৭টি ছাড়া দেশে ৫৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে কয়েক বছর আগে সরকার দুটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে।